যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৩২ × সোমবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২০

ক্যাম্পে বয়স্ক রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারীদের মূল আশঙ্কাগুলো কী?

সূত্র: জনগোষ্ঠীর মতামত এবং শ্রোতা দলের মতামতে রোহিঙ্গাদের যে আশঙ্কাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে ২ই, ২ডব্লিউ, ৫, ৬, ৮ই, ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৫ নং ক্যাম্পে বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের (বয়স ৫০ বছর বা তার বেশি) থেকে সংগৃহীত জনগোষ্ঠীর মতামত। এই ডেটা কেয়ার, ডি.আর.সি ও আই.ও.এম সংগ্রহ করেছিল (বেস: ৩,৪৯৭)। বিষয়গুলো আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে ১৩ নং ক্যাম্পে দুটি ফোকাস দলে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল - একটি বয়স্ক পুরুষদের ও একটি বয়স্ক নারীদের সাথে।

গত আট মাসে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষরা মতামত ও অভিযোগের মাধ্যমে তাদের আশঙ্কাগুলো জানিয়েছেন। তার প্রায় সবগুলোতেই ত্রাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র, শেল্টার, শেল্টার কিট, সাইট এবং রান্না করা সম্পর্কে উদ্বেগগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্ত সমস্ত মতামত ও অভিযোগের মধ্যে মাত্র ৬% বয়স্ক মানুষরা জানিয়েছেন। ক্যাম্পগুলোর সার্বিক মতামতের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে বয়স্ক মানুষদের সাইট সংক্রান্ত সমস্যা ও রান্নার ব্যবস্থা (বিশেষত গ্যাস সিলিন্ডার) সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করার সম্ভাবনা বেশি।

বয়স্ক রোহিঙ্গা মানুষদের মূল তিনটি আশংকা (বেস: ৩,৪৯৭)

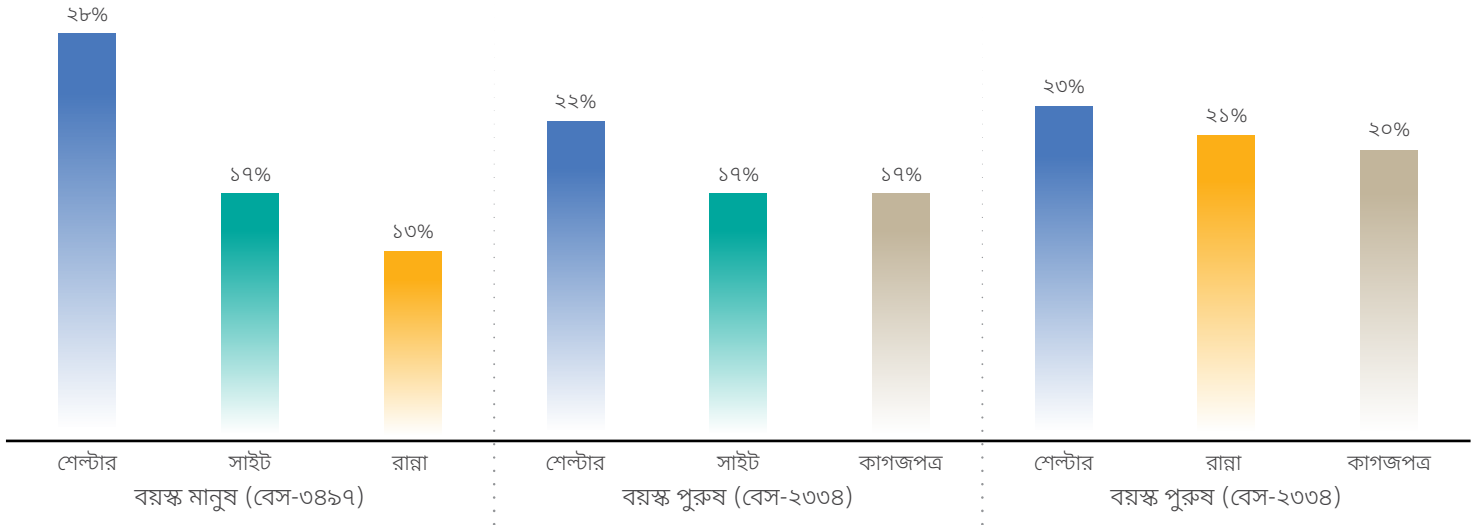

শেল্টার সংক্রান্ত আশঙ্কা:

বেশিরভাগ রোহিঙ্গা মানুষ বাংলাদেশে আসার পর থেকে বাঁশ, ত্রিপল বা টিনের তৈরি অস্থায়ী শেল্টারে বসবাস করছেন। সময়ের সাথে সাথে এই শেল্টারগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ভারী বর্ষা, বাতাস ও ঝড় সেগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছে। অন্যান্য রোহিঙ্গাদের মতোই, বয়স্ক মানুষরা এটিকে তাদের অন্যতম আশঙ্কা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তারা জানিয়েছেন যে তাদের শেল্টার মজবুত করার জন্য শেল্টার উন্নত করার কিট এবং শেল্টার বেঁধে রাখার কিট, দুটিই প্রয়োজন। জনগোষ্ঠীর মতামতের ডেটা ও বয়স্ক রোহিঙ্গাদের মধ্যে পরিচালিত ফোকাস দলে আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে নির্দিষ্ট কিছু ব্লকে কিছু সংখ্যক পরিবার এই কিটগুলো পেলেও, বহু মানুষ জানিয়েছেন যে তারা কিট পাননি। যারা শেল্টার নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন তাদের মধ্যে ৫৭% শেল্টার কিটের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ফোকাস দলে আলোচনায় বয়স্ক মানুষরা বলেছেন যে তারা কিট পাওয়ার জন্য একাধিক সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে কেন তারা কিটগুলো পাননি। জনগোষ্ঠীর মতামতের ডেটা থেকে দেখা গেছে যে যারা শেল্টার কিট পেয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু মানুষ সামগ্রীর (বাঁশ, ত্রিপল) মান নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। মতামতে আরো দেখা গেছে যে যারা কিট পাননি তাদের মধ্যে অনেকে নিজের টাকায় শেল্টারের সামগ্রী কেনার চেষ্টা করেছেন।

সেই সাথে যারা কিট পেয়েছেন তারা বলেছেন যে তাদের নিজেদের পক্ষে শেল্টার মেরামত করা কষ্টসাধ্য হয়েছিল। বয়স্ক মানুষরা বলেছেন যে ত্রাণ সংস্থাগুলো যদি তাদের বাড়িতে শেল্টারের সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা ও সেই সাথে সেগুলো ব্যবহার করে তাদের শেল্টার উন্নত করা বা বেঁধে রাখায় সাহায্য করে তাহলে ভালো হয়। কিছু বয়স্ক মানুষ জানিয়েছেন যে তারা সাহায্য চাইলে সংস্থাগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের শেল্টার নিজেদেরই মেরামত করতে হবে। ফোকাস দলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে তারা শেল্টারের মালপত্র বহন করার জন্য বা তাদের শেল্টার মেরামত করার জন্য তাদের আত্মীয়দের সাহায্য নিয়েছেন কিন্তু তার বিনিময়ে আত্মীয়দের টাকা বা খাদ্যসামগ্রী দিতে হয়েছে। বয়স্ক মানুষরা জানিয়েছেন যে এই টাকা দেয়ার জন্য তাদের ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি করে দিতে হয়েছে, প্রধানত খাদ্য সামগ্রী, যে কারণে তাদের খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু বয়স্ক মানুষ জানিয়েছেন যে বাকি মাস চালানোর জন্য তাদের হয় টাকা ধার করতে হয়েছে আর নয়ত অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

> “আমি শেল্টার মেরামত করার জন্য একটি এনজিও কর্মকর্তার কাছে কারিগরি সাহায্য চাইতে গেছিলাম। তারা বললেন যে অন্যরা নিজেরাই শেল্টার মেরামত করতে পারলে আমিও করতে পারবো।”
>
> – নারী, ৫৬, ক্যাম্প ১৩

বিশ্লেষণে আরো দেখা গেছে যে কিছু শেল্টারের ছাদ আর দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কিছু বয়স্ক মানুষ বর্ণনা দিয়েছেন যে শেল্টারের মধ্যে বর্ষার পানি পড়া ও পানি জমার কারণে তাদের কীভাবে শেল্টার ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। কিছু মানুষ বলেছেন যে শেল্টার ঢাকার জন্য তাদের লবণের মাঠ থেকে ১৫০-২০০ টাকা দিয়ে ব্যবহৃত ত্রিপল কিনতে হয়েছে।

কিছু মানুষ আরো জানিয়েছেন যে তাদের শেল্টারে সোলার প্যানেল, ফ্যান ও লাইট প্রয়োজন কারণ সোলার ফ্যান ছাড়া গরমকালে শেল্টারের মধ্যে থাকা অসহনীয় হয়ে ওঠে। যাদের কাছে এই জিনিসগুলো নেই তারা বলেছেন যে তারা কার্ডবোর্ডের টুকরো পাখা হিসেবে এবং রাতে আলোর জন্য কেরোসিন বা গ্যাসের বাতি ব্যবহার করেন কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় তা মাত্র ১৫-২০ মিনিটই ব্যবহার করতে পারেন।

> “শেল্টারে আলো না থাকলে ব্লকের অন্যান্য রোহিঙ্গারা সাধারণত কেরোসিনের বাতি কিনে জ্বালান। আমার কেরোসিন ফুরিয়ে গেলে আমি দুটো খালি গ্যাস লাইটার জ্বালাই। সেটা ২০ মিনিট জ্বলে যার মধ্যে আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিই।”
>
> – পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ১৩

সাইট সংক্রান্ত আশঙ্কা:

বয়স্ক রোহিঙ্গারা ক্যাম্পে ভূমিধ্বস, রাস্তা, সিঁড়ি, সেতু, পানি নিষ্কাশন ও নর্দমা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন যে তাদের শেল্টার ভূমিধ্বসের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং ভূমিধ্বসের কারণে কিছু শেল্টারের ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। যে বয়স্ক মানুষরা সাইট সংক্রান্ত আশঙ্কা তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে ৫৯% রাস্তা, খাড়া ঢালের সুরক্ষা বা সেতু নিয়ে চিন্তিত। বয়স্ক মানুষরা মনে করছেন যে রাস্তাঘাট, সিঁড়ি এবং সেতুগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব তাদের চলাফেরায় সমস্যা তৈরি করছে। বয়স্ক মানুষরা জানিয়েছেন যে এই কারণে ত্রাণ সামগ্রী, পানি এবং অন্যান্য মালপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে অন্যান্য দৈনিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বর্ষাকালে রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে এবং সেই কারণে ত্রাণ সামগ্রী বা পানি বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বয়স্ক মানুষরাই বেশি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। কিছু মানুষ আরো বলেছেন যে তাদের শেল্টার মজবুত করার জন্য খাড়া ঢাল আরো ভালোভাবে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

মতামতের ডেটায় আরেকটি যে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল উপযুক্ত নর্দমা ও পানি নিষ্কাশনের অভাব। যে বয়স্ক মানুষরা অভিযোগ বা মতামত জানিয়েছেন তাদের মধ্যে ২১% বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের সমস্যা ও নর্দমা বুজে যাওয়ার কারণে দুর্গন্ধের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে মানুষ জানিয়েছেন যে পানি নিষ্কাশনের যে নালাগুলো রয়েছে সেগুলো হয় উপচে পড়ছে অথবা বুজে গেছে। অন্যান্যরা বলেছেন যে ক্যাম্পে যথাযথ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার প্রয়োজন। বিকল্প হিসেবে কিছু মানুষ অস্থায়ী নালা কেটেছেন যাতে বর্জ্য পানি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পড়তে পারে।

কিছু মানুষ রাস্তার আলো ও ল্যাম্প পোস্টের অভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন বা বলেছেন যে আলোগুলো কাজ করছে না। বয়স্ক মানুষরা মনে করছেন যে এই কারণে রাতে তাদের চলাফেরা ব্যাহত হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এই দলগত আলোচনায় বয়স্ক নারীরা বলেছেন যে রাতে তারা একা বাথরুমে যেতে নিরাপদ বোধ করেন না এবং তারা জানিয়েছেন যে তারা মাঝে মাঝে অন্য কোনও নারী বন্ধু বা পরিবারের সদস্যকে সাথে করে নিয়ে যান।

> “আমার রাতে টয়লেটে যেতে ভয় করে, টয়লেটে কোনও আলো নেই। আমার ভয় করলে পরিবারের অন্য কোনও নারীকে সাথে নিয়ে যাই।”
>
> – নারী, ৫২, ক্যাম্প ১৩

কাগজপত্র নিয়ে আশঙ্কা:

কিছু বয়স্ক মানুষের মতামতে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের দেয়া বিভিন্ন কার্ড ও কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়ার সমস্যা উঠে এসেছে। সেই সাথে কার্ড বা কাগজপত্র শুরু থেকেই না পাওয়া বা পরিবারের নতুন সদস্যদের কার্ডে যোগ করার সমস্যাও রয়েছে। বয়স্ক মানুষদের থেকে পাওয়া মতামতের মধ্যে মোট ১৫% ত্রাণ সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে তারাও রয়েছেন যারা কার্ড হারিয়ে ফেলেছেন, যাদের কার্ড পুড়ে গেছে বা যাদের কার্ডে নামের বানান ঠিক নেই। অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যেসব মানুষ তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কিছু জনের সুবিধাভোগীর তালিকায় নিজের নাম যোগ করতে সমস্যা হচ্ছে।

বয়স্ক মানুষদের মধ্যে অল্প কিছু জন বলেছেন যে মাঝিদের দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের কারণে তারা মাঝে মাঝে ঠিকমত ত্রাণ সামগ্রী পান না। তারা বলেছেন যে যেহেতু বয়স্ক নারীদের চলাফেরায় সমস্যা হয়, মাঝিরা সেই সুযোগ নিয়ে মাঝে মাঝে তাদের নাম করে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে নেয়। এছাড়াও কিছু মানুষ বলেছেন যে মাঝিরা মাঝে মাঝে তাদের বিধবা বলে নাম লেখান যদিও তারা বিধবা নন। কারণ বিধবারা ত্রাণ সংস্থাগুলো থেকে কিছু অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা পান। মাঝিরা সেই নারীদের কার্ড ব্যবহার করে অতিরিক্ত ত্রাণ সামগ্রীগুলো সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে দেন।

রান্না সংক্রান্ত সমস্যা:

বহু বয়স্ক মানুষ বলেছেন যে তারা ঠিকমত এলপিজি গ্যাস পাচ্ছেন না। বয়স্করা রান্না সংক্রান্ত যে সব সমস্যার কথা বলেছেন তার মধ্যে ৭০% এলপিজি গ্যাসের ব্যাপারে ছিল। মানুষ গ্যাস পেতে দেরী হওয়া এবং এলপিজি-র জন্য দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার মতো সমস্যা তুলে ধরেছেন। কিছু বয়স্ক মানুষ তাদের গ্যাসের চুলা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন। যারা গ্যাস সিলিন্ডার পেয়েছেন তারা তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন এবং জ্বালানী কাঠ পাওয়ার সমস্যার কারণে এলপিজি না থাকলে তাদের পক্ষে রান্না করা কঠিন হয়ে উঠছে। বয়স্ক মানুষদের মধ্যে অনেকেই এলপিজি রিফিল দেয়ার মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের সমস্যাটি উত্থাপন করেছেন।

দলগত আলোচনায় বয়স্ক মানুষরা জানিয়েছেন যে যদিও তারা এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ও রিফিলের জন্য টোকেন পেয়েছেন কিন্তু প্রায়ই বদলি সিলিন্ডার পেতে নির্দিষ্ট তারিখের পরেও প্রায় ২০ দিন লেগে যায়। মানুষ জানিয়েছেন যে রিফিলের জন্য অপেক্ষা করার সময় তারা শুষ্ক মৌসুমে জ্বালানী কাঠ পেলে তা ব্যবহার করেন এবং জ্বালানী কাঠের অভাবে কাঠের গুড়ো ব্যবহার করেন বা শুকনো পাতার মতো অন্য কোনও বিকল্প জ্বালানী খোঁজেন। কয়েকজন বয়স্ক মানুষ এমন ঘটনার কথা জানিয়েছেন যেখানে মানুষ জঙ্গলে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে ভূমিধ্বসে প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সব ঘটনা সত্ত্বেও মানুষ বলেছেন যে তারা গ্যাস সিলিন্ডার বা রিফিলের অভাবে জঙ্গলে জ্বালানী কাঠের জন্য যান।

বয়স্ক মানুষদের মধ্যে যারা গ্যাস সিলিন্ডার পেয়েছেন তাদের কারো কারো শেল্টারে সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। মানুষ জানিয়েছেন যে শেল্টারের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে তাদের লোককে ১৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে সিলিন্ডার বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

দলগত আলোচনায় অল্প সংখ্যক বয়স্ক নারী জানিয়েছেন যে যখন তাদের কাছে রান্নার জন্য কোনও জ্বালানী বা গ্যাস থাকে না তখন মাঝে মাঝে তারা প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে দিনের রান্না করে আনেন। মানুষ জানিয়েছেন যে সেক্ষেত্রে তাদের প্রতিবেশীদের ২৫০গ্রাম চাল দিতে হয়।

কিছু বয়স্ক মানুষ বলেছেন যে তারা এলপিজি নিয়ে সমস্যার কথা মাঝিকে জানিয়েছেন এবং মাঝি তাদের উদ্বেগগুলো ত্রাণ সংস্থাগুলোকে জানিয়েছেন। মানুষের বক্তব্য হল যে তারা জানেন যে সংস্থাগুলো সিলিন্ডারে ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু এই বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট নয় যে কিসের ভিত্তিতে সিলিন্ডার বিতরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। মানুষ জানিয়েছেন যে কখনো কখনো নির্দিষ্ট কোনও ব্লকে সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য সময় ব্লকের নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে, অন্যদের দেয়া হয়নি। যদিও মানুষ বোঝেন যে সংস্থাগুলো হয়ত সিলিন্ডারের সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু তারা জানতে চেয়েছেন যে কেন তাদের প্রতিবেশীরা সিলিন্ডার পেয়েছেন যেখানে তারা তখনো কোনও এলপিজি গ্যাসই পাননি।

> “আমি এখনো গ্যাস সিলিন্ডার পাইনি। আমাদেরই গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। এনজিও কর্মকর্তারা আমাদের সময়মত গ্যাস সিলিন্ডার দেন না। গ্যাস সিলিন্ডারের রিফিল বিতরণ করার সময় চলে গেছে। [নির্দিষ্ট তারিখের পরে] ২০ দিন কেটে গেছে আর আমরা এখনো গ্যাস সিলিন্ডার পাইনি।”
>
> – নারী, ৫০, ক্যাম্প ১৩

> “আমার ক্যাম্পে কিছু মানুষ গ্যাস সিলিন্ডার পেয়েছেন কিন্তু কিছু মানুষ পাননি আর তাদের রান্না করতে সমস্যা হচ্ছে। আমার ব্লকে ৩০ জন গ্যাস সিলিন্ডার পায়নি। এনজিও কর্মকর্তা বলেছেন যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত গ্যাস সিলিন্ডার নেই।”
>
> – পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ১৩

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।